ন্যায়ের
অগ্নিশিখা

মুরতাদদের যুদ্ধবিমান, ট্যাংক আর গোলার নির্বিচার বোমাবর্ষণ মুসলিম নারী-পুরুষ আর শিশু নির্বিশেষে সবার রক্ত-মাংস ও চামড়াকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়ার পর আল্লাহ আল ওয়ালা ওয়াল বারার অনুসারী মুমিনদের হাতে বন্দী তাগুতী সেনাদের জ্বালানোর মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের ব্যথার উপশম করেছেন। একই সময়ে জালেম কাফের শাসকের সিংহাসনের নৈকট্য লাভের আশায় এবং জাহেলী দলাদলির কারণে তাগূতদের 'উলামা' আর সাহাওয়াতদের 'তাত্ত্বিক'-রা ন্যায়ের এই অগ্নিশিখার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। তাই তারা এই বিষয়ে আলেমদের মতভেদকে এড়িয়ে গেছে। কোরআন সুন্নাহর দলীলকে যেন ভুলে গেছে এবং তাদের মুরতাদ ভাইদের জন্য তারা এক প্রকার মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাগূতদের সেনা আর সাহাওয়াতদের মৃত যোদ্ধাদের সাথে তাদেরকেও জাহান্নামের আগুনে সমবেত করুন, যাতে তারা সেখানে চিরস্থায়ী হয়। আমিন।

এই 'উলামা' আর 'তাত্ত্বিক'-রা মূলত: কাফের আহলে কিতাবদের অনুসরণ করেছে "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব গোপন করে এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে" (আল-বাক্বারাহ ১৭৪) এমনকি তারা গোমরাহ বেদাতিদের অনুসরণ করেছে যারা "শুধু তাই বর্ণনা করে যা তাদের অনুকূলে যায়" যেমনটি ওকি' ইবনুল জাররাহ ﵀ (মৃত্যু ১৯৭ হিজরি) তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। (আবু নুয়াইম - তারিখে আসবাহান) ইখতেলাফ বা মতভেদের অবকাশ আছে এমন মাসআলাগুলোতে তারা এই সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করেছে মূলত: তাওহীদপন্থী মুহাজির ও আনসার মুজাহিদদের ওপর তাগূত ও মুরতাদ সাহাওয়াতদেরকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য। কতই না নিকৃষ্ট তাদের বিচার!

আলেমদের বক্তব্যকে তারা এভাবে এড়িয়ে গেছে যে, তারা একাধিক হাদিসের ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যকে গোপন করেছে এবং এই ব্যাপারে বিদ্যমান মতভেদকে এড়িয়ে গেছে। এমন একটি বক্তব্য হলো, "কাওকে আগুন দিয়ে জ্বালানোর ব্যাপারে সালাফগণের মতভেদ ছিলো। 'উমার, ইবনে আব্বাস অন্যান্যরা একে অপছন্দ করেছেন, আর আলী, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ অন্যান্যরা একে বৈধ মনে করেছেন।' (ইবনে হাজার: ফাতহুল বারি)

একইভাবে, আবু বকর সিদ্দিক ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ﷛ যাকাত অস্বীকারকারী ও মিথ্যানবী দাবিদারদের কিছু অনুসারীদেরকে জ্বালিয়েছেন, আলী ﷛ একদল রাফিদাহকে জ্বালিয়েছেন। তারা মুরতাদ বন্দীদের মধ্যে যাদের রিদ্দার প্রকৃতি সবচেয়ে জঘন্য ছিলো তাদের সবচেয়ে ভয়ংকর পন্থায় হত্যা করেছেন, যাতে বাকি থাকা মুরতাদদের ভীত আর ছত্রভঙ্গ করে দেয়া যায়। তাছাড়া আবু বকর সিদ্দিক, আলী ইবনে আবি তালিব, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷛ প্রত্যেকে সমকামীদের জ্বালিয়েছেন, তারা এই কাজটি করেছেন আল্লাহর জন্য তাদের ক্রোধের কারণে এবং সমকামীদের রোধ করার জন্য।

যেসকল বিষয়ে মানুষ মতভেদ করে সে বিষয়ে আমাদের করণীয় হলো কিতাব আর সুন্নাহর দ্বারস্থ হওয়া, আল্লাহ ﷻ বলেন, "যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তাহলে তার ফয়সালা হবে আল্লাহর নিকট।" (আশ-শুরা ১০) আল্লাহ ﷻ আরও বলেন, "যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট সোপর্দ কর।" (আন-নিসা ৫৯)

কোন জীবিত প্রাণীকে জ্বালানোর ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান হলো তা অবৈধ এবং এ ব্যাপারে সুন্নাহর অবস্থান পরিষ্কার, আবু হুরায়রাহ ﷛ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলে দিলেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আগুন দ্বারা কাউকে শাস্তি দেয়ার অধিকার নেই। তাই যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে তাদের হত্যা করো (অর্থাৎ না জ্বালিয়ে অন্য উপায়ে হত্যা কর)।" (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

এবং ইবনে আব্বাস ﷛ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি প্রদান করো না।" (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

তাগূতদের 'উলামা' আর সাহাওয়াতদের 'তাত্ত্বিক'দের কোরআন-সুন্নাহর দলীলকে ভুলে যাওয়ার অর্থ হল, তারা মানবজাতির বিষয়াদিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ ﷻ এর নাযিলকৃত বিধানকে গোপন করেছে। তিনি ﷻ বলেন, "যদি তোমরা (তোমাদের দুশমনদের) শাস্তি প্রদান কর, তাহলে তোমাদের যে ক্ষতি করা হয়েছে তার সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান কর।" (আন নাহল-১২৬) তিনি ﷻ আরও বলেন, "আর মর্যাদাহানিরও ক্বিসাস রয়েছে। তাই তোমাদের প্রতি যারাই সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তাদের সাথে একই পন্থায় সীমালঙ্ঘন কর।" (আল বাক্বারাহ ১৯৪) তিনি ﷻ আরও বলেন, "আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই।" (আশ-শুরা ৪০) তিনি ﷻ আরও বলেন, "জখম সমূহের বিনিময়ে অনুরূপ জখম।" (আল মাইদাহ ৪৫)

একইভাবে, ক্বিসাস হিসেবে আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে উকলিয়্যিনদের হাদিস রয়েছে, যা আনাস ইবনে মালিক ﷛ এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "উকল থেকে ৮ জন লোকের এক দল আসে এবং রাসূল ﷺ এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদিনার পরিবেশ তাদের অস্বাস্থ্যের কারণ হয়, যার কারণে তাদের শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে অভিযোগ করলো, তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাদের রাখাল আর তার উট সমূহের সাথে এখান থেকে বের হয়ে উটের দুধ আর মূত্র পান করতে পছন্দ করবে?' তারা বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর তারা বেরিয়ে গেল, উটের মূত্র ও দুধ পান করলো, অতঃপর তারা সেরে উঠলো। তারপর তারা রাখালকে হত্যা করলো এবং উটগুলোকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ রাসূল ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের পিছনে লোক লাগিয়ে তাদের আটক করে ধরে নিয়ে আসলেন। তারপর তিনি আদেশ করলে তাদের হাত এবং পা কেটে দেয়া হলো। এবং তিনি

তাদের চোখগুলো গালিয়ে দিলেন [অপর একটি বর্ণনায়: তিনি কয়েকটি পেরেক নিয়ে আসতে বললেন। সেই পেরেক গরম করা হলো এবং তা দ্বারা তাদের চোখ গালিয়ে দেয়া হলো]। তারপর তাদের সূর্যের তাপে ফেলে রাখা হল, যতক্ষণ না তারা মারা যায়।"

আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ শুধু তাদের চোখ এজন্য গলিয়েছেন যে, তারাও রাখালের চোখ গলিয়েছিল।" (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

বুখারী ﷺ উকলিয়্যিনদের হাদিসের অনুসারে তার সহীহ হাদিস গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদের নামকরণ করেন, "যদি কোন মুশরিক কোন মুসলিমকে জ্বালায় তাহলে কি তাকেও জ্বালানো হবে?" ইবনে হাজার বলেন, "এখানে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে তার কিতাবের আরেক অনুচ্ছেদ: 'আল্লাহর শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না' -তে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা একমাত্র ক্বিসাস ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" (ফাতহুল বারি), কারণ কোন ব্যক্তির চোখ গালানো মানে হলো উত্তপ্ত পেরেকের মাধ্যমে কারও চোখ জ্বালিয়ে দেয়া, ইবনুল মুহাল্লাব, ইবনে বাত্তাল, ইবনুল মুলাক্কিন প্রমুখ হাদিস ব্যাখ্যাকারগণ এরকমই ইঙ্গিত করেন।

সুতরাং এই আয়াতসমূহ যাতে আল্লাহ ক্বিসাসের বিধান প্রদান করেছেন, সত্যবাদী নবী ﷺ বিচার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উকলিয়্যিনদের চোখ গলিয়ে দেয়া হবে কারণ তাদের মধ্যে কতক তাঁর রাখালের সাথে তাই করেছে। মুয়াহহিদ মুজাহিদিনগণ জর্ডানিয়ান এবং তুর্কি তাগূতদের বন্দী সেনাদের জন্য যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলন করেছেন এই দলীলগুলো তার যথার্থতাকে সত্যায়িত করে। একইভাবে, অধিকাংশ ফকীহগণের অবস্থানও এই অগ্নিশিখার ন্যায্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী আনাস ﷺ সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যা করেন, যে হাদিসে আনাস ﷺ বলেন, "এক ইহুদী কিছু পরিমাণ রুপার অলংকারের জন্য এক অল্প বয়স্ক বালিকাকে হত্যা করে। তার [মৃত্যুর আগে] কিছু সময় বাকি থাকা অবস্থায় তাকে নবী ﷺ এর কাছে আনা হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'অমুক ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করেছে?' সে মাথা নাড়ায়, 'না'। তাকে তিনি দ্বিতীয় এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাস করেন সে মাথা নাড়ায়, 'না'। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাস করা হয় এবং সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়, 'হ্যাঁ'। অতঃপর রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তিকে দুই পাথরের মাঝে (মাথা থেঁতলে দিয়ে) হত্যা করেন।"

আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী বলেন, "কেউ যদি কাউকে কিছু দ্বারা হত্যা করে তাহলে তাকেও একইভাবে হত্যা করতে হবে, এটাই তার দলীল। এই ব্যাপারে একটি ভিন্ন মত ছিল, কিন্তু অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন যে, তাকে সে যা দ্বারা হত্যা করেছে তা দ্বারাই হত্যা করতে হবে, হোক তা একটি পাথর বা একটি লাঠি দ্বারা, অথবা ডুবিয়ে বা শ্বাসরোধ করে হত্যা ইত্যাদি, যতক্ষণ না সে এমন কিছু দ্বারা হত্যা করে যা

মুয়াহহিদ মুজাহিদিনগণের হাতে আটক তুরস্কের তাগূতদের দুই সেনা

ফিসক এর মধ্যে পড়ে, যেমন সমকাম অথবা মদ, এসব ক্ষেত্রে তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করতে হবে। এর দলীল এই হাদিসে রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ ﷻ বলেন, "তাই তোমাদের প্রতি যারাই সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তাদের সাথে একই পন্থায় সীমালঙ্ঘন কর।" (আল-বাক্বারাহ ১৯৪), আল্লাহ ﷻ আরও বলেন, "জখম সমূহের বিনিময় ক্বিসাস।" (আল মাইদাহ ৪৫)। ক্বিসাসের বাস্তবতা হলো সমান সমান প্রতিদান। এই আলেমগণ আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে মারা কিংবা একটি লাঠি দ্বারা হত্যা করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই এই মত পোষণ করেছেন যে, তাকেও একই পন্থায় হত্যা করতে হবে। তারপর তিনি বলেন, "সঠিক মত হলো অধিকাংশের মত, কারণ আল্লাহ ﷻ বলেন, 'তাহলে তাদের প্রতিও একটি উপায়ে সীমালঙ্ঘন করো,' এবং উরানিয়্যিনদের হাদিস [অর্থাৎ উকলিয়্যিনদের হাদিস]-ও এর দলীল।" (আল-মুফহিম)

ইবনুল-ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেন, "এটি প্রসিদ্ধ বিষয় যে, নবী ﷺ ঐ ইহুদীর মাথা থেঁতলে দিয়েছিলেন ঠিক যেমন সে ঐ অল্প বয়স্ক বালিকার মাথা থেঁতলে দিয়েছিল, এই কারণে সবচেয়ে সঠিক মত হলো, কোন অপরাধীর সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করতে হবে যেমনটা সে তার ভুক্তভুগির সাথে করেছে, যতক্ষণ না তা এমন কিছু হয় যা আল্লাহর অধিকারের কারণে নিষিদ্ধ, যেমন কাউকে পায়ুগমন দ্বারা হত্যা করা কিংবা জোর করে মদ পান করানো, ইত্যাদি। তাই তাকে জ্বালানো হবে ঠিক যেমন করে সে তার ভুক্তভুগিকে জ্বালিয়েছে। তাকে উঁচু জায়গা থেকে নিক্ষেপ করা হবে, যেমনটি সে করেছে। এবং তার শ্বাসরোধ করা হবে যেমনটা সে নিজে করেছে। কারণ তাই হলো ইনসাফের কাছাকাছি এবং প্রাপ্য শাস্তি প্রদান ও প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বোত্তম পন্থা। এর মাধ্যমে যারা এমন কাজ ভবিষ্যতে করতে চায় তাদের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরত করা যায়।" (তাহযিবুস সুনান)

এখন যদি ইলমের দাবিদার আর তাত্ত্বিকরা তাগূতদের বন্দী সেনাদের জন্য মায়াকান্না জুড়ে দিয়ে বলে, "তাগূতদের

সকল সেনা আর পাইলটরা মুসলিমদের জ্বালানোতে অংশগ্রহণ করেনি!" তাহলে তার উত্তরও উকলিয়্যিনদের হাদিসের মধ্যেই রয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়্যিম এই হাদিসের ব্যাপারে তাঁর কিতাবে বলেন, "কোন একজন লোকের ক্বিসাসের জন্য একটি সম্পূর্ণ দলের লোকদের হত্যা কিংবা অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই কাহিনীই হলো দলীল, এবং মুহারিবিনদের সহায়তাকারীদের ক্ষেত্রে বিধান হলো তাদের মধ্যে থাকা অপরাধীর বিধানের মতই, কারণ এটা প্রসিদ্ধ যে (উকলিয়্যিনদের) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি, আর না নবী ﷺ তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করেছেন।" (যাদুল মা'আদ)

ন্যায়ের অগ্নিশিখায় জ্বলে ছারখার তাগুতের এক সেনা

নিশ্চয়ই, এই সৈন্য আর পাইলটরা এই সশস্ত্র বিরোধিতা আর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুরতাদ দলগুলোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তাগুতরা এই শক্তি আর ক্ষমতা অর্জন করে, এবং এই শক্তি আর ক্ষমতার দ্বারাই বর্বর আগুন মুসলিমদের মাথার ওপর পতিত হয়। সুতরাং, যদি ইলমের দাবিদার আর তাত্ত্বিকরা আকাঙ্ক্ষা করে যে বন্দী তাগুতদের সেনারা ন্যায়ের অগ্নিশিখায় জ্বলে মরার বদলে ত্রাসের তরবারির দ্বারা জবাই হবে, তাহলে তারা যেন তাদের প্রভুদের দারুল ইসলামের উপর বর্বর আগুনের বোমা বর্ষণ করানো থেকে বিরত রাখে।

সবশেষে, আবুল আব্বাস ইবনে ক্বুদামাহর ﵀ একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যখন একজন লোক (গরম পানির) গোসলখানায় প্রবেশ করে তখন তার উচিৎ, এর তাপের কথা মাথায় রেখে জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করা, কারণ মুমিনদের চিন্তা চেতনা দুনিয়াবি সকল বিষয়ের দ্বারা ব্যস্ত থাকে না, সে সবসময় আখিরাতের চিন্তা করে, কারণ আখিরাতের বিষয়াদি একজন মুমিনের উপর অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়, পাত্র উল্টালে পাত্রের ভেতরের জিনিসই পতিত হয়। যখন একজন কাপড় বিক্রেতা, একজন তাঁতি, একজন ছুতার এবং একজন রাজমিস্ত্রি কোন একটি সুন্দর বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন আপনারা দেখবেন কাপড় বিক্রেতা বিছানার দিকে তাকাচ্ছে এবং এর মূল্যের কথা চিন্তা করছে, তাঁতি কাপড়-চোপড় দেখছে, ছুতার ঐ বাড়ির কাঠ দেখছে এবং রাজমিস্ত্রি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। একজন মুমিন সেরকমই। যদি সে অন্ধকার দেখে তাহলে সে কবরের অন্ধকারের কথা মনে করে, যদি সে ভয়ংকর কোন আওয়াজ শোনে তাহলে সে [কিয়ামত দিবসের] শিংগার ফুঁৎকারের কথা মনে করে, যদি সে সুখময় কিছু দেখে তাহলে সে জান্নাতের সুখশান্তির কথা মনে করে এবং যখন যে যন্ত্রণা দেখে তখন সে জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে।" (মুখতাসারু মিনহাজিল ক্বাসিদিন)

সুতরাং, মুমিনগণ যখন তাগূত আর ক্রুসেড সেনাদের জ্বলন্ত পুড়তে দেখে তখন তাদের উচিত এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং স্মরণ করা যে, জাহান্নাম এর চেয়েও অধিক গরম, এবং বিচার দিবসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ﷻ এমন ক্রোধান্বিত হবেন যেমনটা তিনি পূর্বে কখনও হননি আর না তার পর কখনও হবেন। তাই তিনি তাওহীদপন্থীদের মধ্যে গোনাহগারদের জ্বালাবেন, সেই আগুন তাদের সিজদাহর চিহ্ন ছাড়া বাকি সব কিছু গ্রাস করে নিবে। তারা তখন চরম যন্ত্রণায় পতিত হবেন, জ্বলে কালো ছাই হয়ে যাবেন। তখন তাদেরকে জান্নাতের নদী দিয়ে অনুগ্রহ করা হবে। যেমনটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাফের আর মুরতাদরা সেখানে জ্বলতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। আল্লাহ ﷻ বলেন, "এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞার অধিকারী।" (আন-নিসা ৫৬)

তাই যারা কবিরাহ গোনাহর উপর অটল আছেন তারা যেন তাওবাহ করেন, এই গোনাহ বিচার দিবসে আল্লাহর ক্ষমার অযোগ্য কিছুর দিকে পরিচালিত করার আগেই।[১] কোন কোন সালাফ বলেন, "গোনাহ হলো কুফরের পূর্বসূচক, ঠিক যেমন চুমু খাওয়া যৌন মিলনের, গান গাওয়া ব্যভিচারের, স্থির দৃষ্টিতে তাকানো প্রেমের আর অসুস্থতা মৃত্যুর পূর্বসূচক।"" (ইবনুল ক্বাইয়্যিম: আল জাওয়াবুল কাফি)

হে আল্লাহ! হে হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তনের মালিক! আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। আমিন।

১ মৃত্যুর আগে তাওবাহ না করলে শিরক আকবর এবং কুফর আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ﷻ বলেন, " নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।" (আন-নিসা ৪৮) তিনি ﷻ আরও বলেন, " নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আজাব কখনও হালকা করা হবে না বরং এরা বিরাম ও পাবে না।" (আল বাক্বারাহ ১৬১-১৬২)